Good Morning
DesiComments.com

শিক্ষক পরিচিতি

নামঃ মোহাম্মদ সাহাব উদ্দিন আহমেদ

পদবীঃসহকারী অধ্যাপক

বিভাগঃইতিহাস

কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারীকলেজ,কুমিল্লা।

পাঠ পরিচিতিঃ

শ্রেনীঃ সম্মান (প্রথম বর্ষ),ইতিহাস বিভাগ

সেশনঃ ২০১৯-২০২০

বিষয়ঃবাংলাদেশের ইতিহাস

(প্রাচীনকাল থেকে ১২০৪খ্রিঃ পর্যন্ত)

সময়ঃ ৪৫মিঃ কক্ষ নং-৩০৯

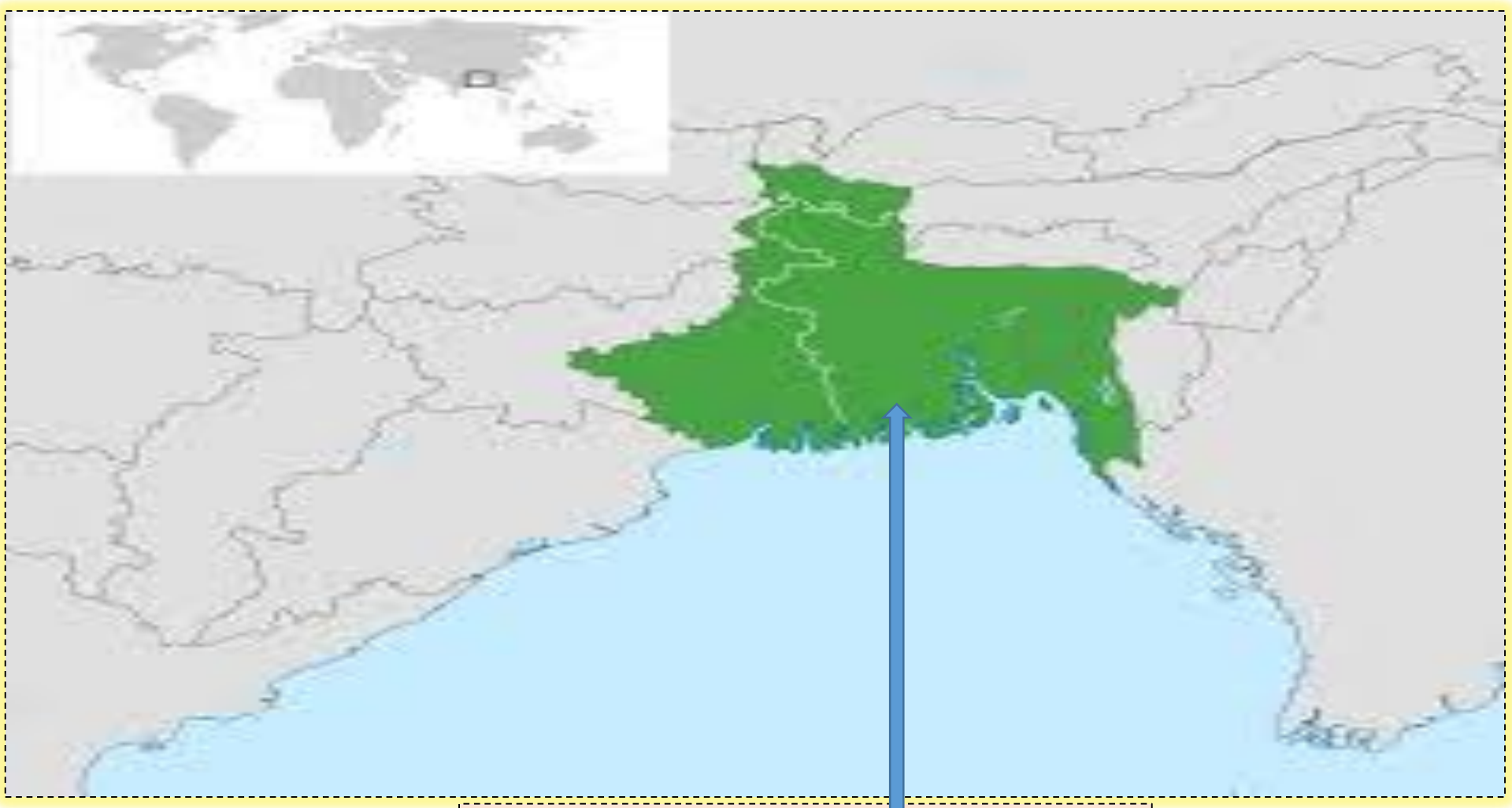

প্রাচীন বাংলার মানচিত্র

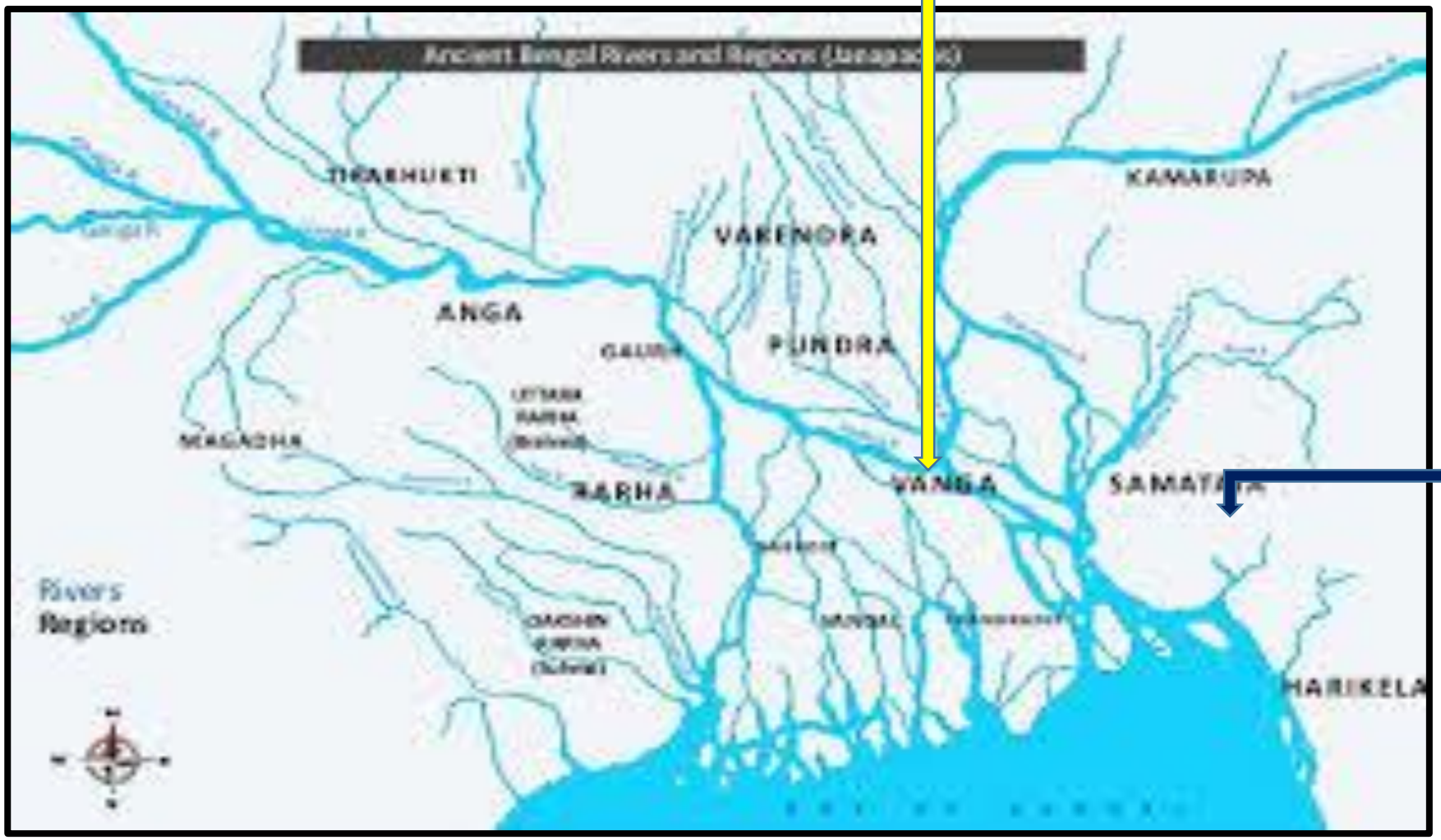

বঙ্গ

KAMARUPA
VARENDRA
ANGA
GAUDA
PUNDRA
MAGADHA
RARHA
VANGA
HARIKELA
Rivers
Regions

সমতট

আলোচ্য বিষয়ঃ

প্রাচীন কালে পূর্ব ও দক্ষিন-পূর্ব বাংলার স্বাধীন রাজবংশসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম দিকঃ

ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম দিকে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর সমগ্র উত্তর ভারতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানীয় রাজ বংশের উদ্ভব হয়। বাংলাদেশেও সমসাময়িক অবস্থার সুযোগে দুটি স্বাধীন সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়।

যেমন-গৌড় রাজ্য ও বঙ্গ রাজ্য।

স্বাধীন বঙ্গ রাজ্যঃ

ষষ্ঠ শতাব্দীর ২য় দশকে মহারাজা গোপচন্দ্র বঙ্গে স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। গোপ চন্দ্রের পর ধর্মাদিত্য ও সমাচার দেব রাজত্ব করেন।

এদের পতন কিভাবে ঘটেঃ শশাঙ্কের উত্থান অথবা কীর্তি বর্মার আক্রমন।

সপ্তম শতকের শুরুর দিকে

শশাঙ্কের সমসাময়িক/৭ম শতকের শুরুর দিকে দক্ষিন-পূর্ব বাংলায় ভদ্র রাজ বংশের উপস্থিতি পাওয়া যায়। প্রমান স্বরুপঃ শীলভদ্র সমতটের রাজবংশের লোক ছিলেন, ধর্মপালের মাতা দেদ্দদেবী ভদ্র রাজবংশের কন্যা ছিলেন, গোপালের পূর্ববর্তীকালে রাজভদ্র নামে একজন রাজার নাম পাওয়া যায়।

ভদ্র বংশঃ

রমেশ চন্দ্র মজুমদারের মতে, হিউয়েন সাং এর বিবরন অনুযায়ী ৭ম শতকের মাঝামাঝি সময়ে সমতটে স্বাধীন ব্রাহ্মন বংশ রাজত্ব করত। জ্যেষ্ঠভদ্র ও নারায়নভদ্রের নাম পাওয়া যায়। নালন্দা বিহারের বিখ্যাত পন্ডিত শীল ভদ্র এই বংশের লোক ছিলেন।

সপ্তম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে

এই সময়ে দক্ষিন-পূর্ব বাংলায় খড়্গ বংশের বংশের উদ্ভব হয়। ঢাকার আশরাফপুরে ও কুমিল্লার দেউলবাড়ীতে প্রাপ্ত তাম্রশাসনে তিনজন রাজার নাম পাওয়া যায়—খড়্গোদ্যম, জাত খড়্গ, দেব খড়্গ। এদের রাজধানী ছিল কুমিল্লার বড়কামতা নামক স্থানে। বড়কামতাই প্রাচীনকালে কর্মান্তবসাক নামে ছিল। খড়্গদের অধীনস্থ ত্রিপুরা-নোয়াখালীতে দুটি সামন্ত রাজ বংশের অবস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

রাত বংশঃ

খড়গ বংশের পর রাত উপাধিধারী এক রাজ বংশ কুমিল্লা অঞ্চলে রাজত্ব করত। জীবনধারন রাত ও শ্রীধারন রাত সমতেটশ্বর উপাধি ধারণ করেছিলেন। রাজধানী ছিল ক্ষীরোদা নদী পরিবেষ্টিত কুমিল্লার দেব পর্বত।

অষ্টম শতকে দক্ষিন-পূর্ব বাংলা (দেব বংশ)

অষ্টম শতকের দিকে এ অঞ্চলে দেব বংশের উদ্ভব ঘটে। তাদের তাম্রশাসনসমূহে ৪ জন রাজার নাম পাওয়া যায়ঃ

১।শ্রী শান্তিদেব ২।শ্রী বীরদেব ৩।শ্রী আনন্দদেব ৪।শ্রী ভবদেব

দেব বংশের সব রাজাই পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ উপাধি ধারণ করেন। এদের রাজধানী ছিল কুমিল্লার লালমাই পাহাড়ের দেবপর্বতে। এরা সম্ভবত ৮ম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে রাজত্ব করতেন।

কান্তিদেবের রাজবংশঃ (নবম শতকে)

চট্টগ্রামে প্রাপ্ত শ্রীকান্তিদেবের তাম্রশাসন দক্ষিন-পূর্ব বাংলায় আরেকটি রাজবংশের প্রমান পাওয়া যায়। তিনি হরিকেলে রাজত্ব করতেন। রাজধানী ছিল বর্ধমানপূর। শ্রীকান্তিদেব সার্বভৌম রাজা হলেও তার পিতা ধনদত্ত ও পিতামহ ভদ্রদত্ত রাজা ছিলেন না।

দক্ষিন-পূর্ব বাংলার গুরুত্বপূর্ন আরো কয়েকটি রাজ বংশ

১। চন্দ্র বংশ (দশম শতকের মাঝামাঝি)

২। বর্ম বংশ (একাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে)

৩। দেব বংশ (ত্রেয়োদশ শতকের তৃতীয় দশকে)

৪। শ্রীহট্টের দেব বংশ (ত্রেয়োদশ শতকে)

পট্টিকেরা রাজ্য

একাদশ ও দ্বাদশ শতকে পট্টিকেরা একটি সমৃদ্ধ রাজ্য ছিল। ব্রহ্ম দেশের সহিত রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিল।

মূল্যায়নঃ

১। দেব বংশের রাজাদের নাম উল্লেখ কর।

২। খড়্গ বংশের রাজাদের নাম উল্লেখ কর।

৩। দেব রাজাদের রাজধানী কোথায় ছিল?

বাড়ীর কাজ

১। ষষ্ঠ শতক থেকে অষ্টম শতক পর্যন্ত দক্ষিন ও দক্ষিন-পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতির বর্ণণা দাও।

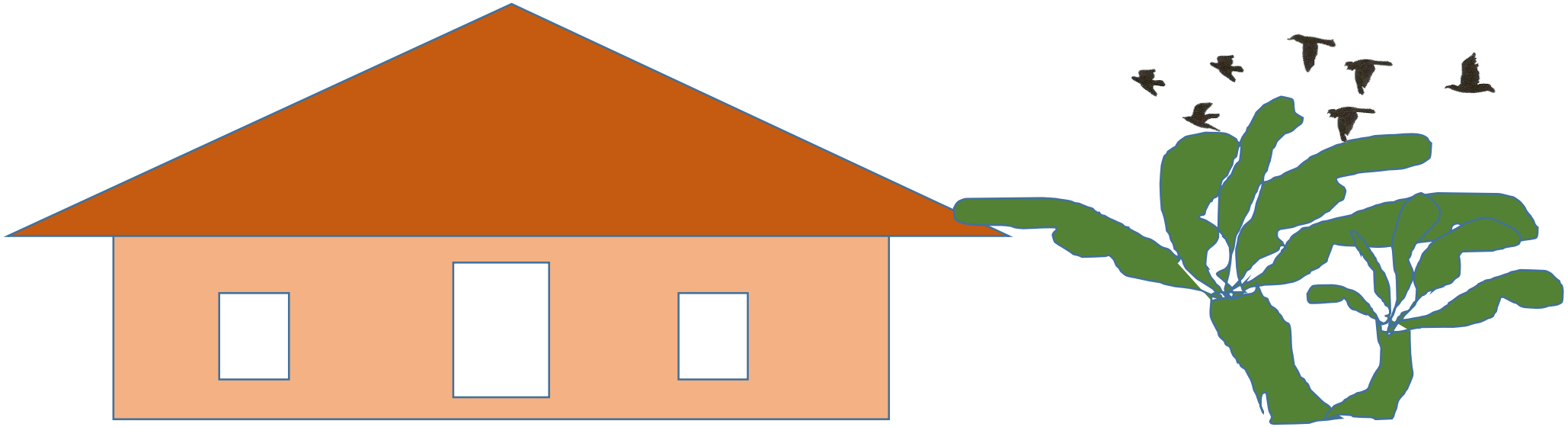

THANK YOU